সমকাল

0 6 APR 2026

এলডিসি থেকে উত্তরণের প্রস্তুতিতে বড় ঘাটতি

সমকাল প্রতিবেদক

স্বল্পোন্নত দেশ বা এলডিসি থেকে উত্তরণে বাংলাদেশের প্রস্তুতিতে বড় ধরনের ঘাটতি রয়েছে। এ অবস্থায় উত্তরণ হলে ইইউ বাজারে রপ্তানি সক্ষমতা অনেক কমবে। রপ্তানি কমলে ব্যাংকে খেলাপি ঋণ আরও বাড়তে পারে, যা বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত করবে। সরকারের আয় কমলে দেশি-বিদেশি ঋণ পরিশোধ করা আরও কঠিন হয়ে পড়বে। সব মিলিয়ে চাপে পড়বে অর্থনীতি।

বাংলাদেশের এলডিসি থেকে উত্তরণের প্রস্তুতি নিয়ে জাতিসংঘের অঙ্গ সংস্থা ইউনাইটেড নেশনস অফিস অব দ্য হাই রিপ্রেজেনটেটিভ ফর দ্য লিস্ট ডেভেলপমেন্ট কান্ট্রিজ, ল্যান্ডলকড ডেভেলপিং কান্ট্রিজ অ্যান্ড স্মল আইল্যান্ড ডেভেলপিং স্টেটসের (ইউএনওএইচআরএলএলএস) মূল্যায়ন প্রতিবেদনে এই মত দেওয়া হয়েছে। গতকাল রোববার রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে এলিডিসি থেকে উত্তরণ নিয়ে বহুপক্ষীয় পরামর্শ সভায় প্রকাশ করা হয়।

ইআরডি, ইউএনওএইচআরএলএলএস এবং জাতিসংঘের আবাসিক কার্যালয় যৌথভাবে সভার আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান, বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির, অর্থ ও পরিকল্পনাবিষয়ক উপদেষ্টা ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর, ইউএনওএইচআরএলএলএসের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল রাবাব ফাতিমা ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী মো. জোনায়েদ আব্দুর রহিম সাকি। এ ছাড়া তৈরি পোশাক খাতের দুই সংগঠন বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান ও মোহাম্মদ হাতেম বক্তব্য দেন।

আগামী ২৪ নভেম্বর বাংলাদেশের এলডিসি থেকে উত্তরণের চূড়ান্ত ঘোষণা আসার কথা। তবে নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পরদিনই গত ১৯ ফেব্রুয়ারি উত্তরণের সময়সীমা তিন বছর পিছিয়ে দেওয়ার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদন করে বাংলাদেশ। দেশি-বিদেশি বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করে এলডিসি উত্তরণ-প্রস্তুতির সময়কাল ২০২৯ সালের ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়ানোর অনুরোধ জানানো হয়।

জাতিসংঘ সংস্থার মূল্যায়ন প্রতিবেদন

- এই মুহূর্তে এলডিসি থেকে বের হওয়ার কোনো সুযোগ নেই: অর্থমন্ত্রী
- প্রস্তুতির রোডম্যাপ চান রপ্তানিকারক উদ্যোক্তারা

জাতিসংঘের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন গবেষণা সংস্থা র‍্যাপিডের চেয়ারম্যান ড. আবদুর রাজ্জাক এবং ইউএনওএইচআরএলএলএসের পরামর্শক ড. ড্যানিয়েল গে। এতে বলা হয়, এলডিসি থেকে উত্তরণের যোগ্যতা হিসেবে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় (জিএনআই), মানবসম্পদ সূচক (এইচএআই) ও অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ভঙ্গুরতা সূচকে (ইভিআই) নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করেছে। প্রস্তুতির ক্ষেত্রে এখনও বড় ধরনের ঘাটতি রয়ে গেছে। এ অবস্থায় উত্তরণ হলে অর্থনীতিতে চাপ তৈরি হবে।

সভা শেষে ব্রিফিংয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক বাস্তবতায় স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের মতো প্রস্তুতি নেই। বৈদেশিক ঋণ ও অভ্যন্তরীণ দেনার চাপ, উচ্চ সুদের হারে ঋণ গ্রহণের ঝুঁকি এবং সামগ্রিক আর্থিক ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা দেশের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থায় এলডিসি থেকে উত্তরণের কোনো সুযোগ নেই।

মন্ত্রী বলেন, জ্বালানি সংকট ও বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থার বিঘ্ন দেশের অর্থনীতিতে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলতে পারে। এর প্রভাব শুধু জ্বালানি খাতে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং খাদ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারেও পড়বে, যা মূল্যস্ফীতি বাড়িয়ে তুলবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জ্বালানির দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে এবং বাংলাদেশ এখনও তা নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছে। তবে দীর্ঘদিন এই চাপ বহন করা সরকারের জন্য সম্ভব নয়।

মন্ত্রী বলেন, সরকার জনগণের ওপর হঠাৎ অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করতে চায় না। কিন্তু সরকারি তহবিল থেকে ধারাবাহিক ব্যয় চলতে থাকলে শেষ পর্যন্ত এর প্রভাব জনগণের ওপরই পড়বে।

এলডিসি থেকে উত্তরণ প্রসঙ্গে মন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমানে উত্তরণ প্রক্রিয়া কিছু সময়ের জন্য পিছিয়ে দেওয়ার সুযোগ রয়েছে এবং এই সময়ের মধ্যে দেশের অর্থনীতির মৌলিক সূচকগুলো শক্তিশালী করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কার বাস্তবায়ন করা গেলে ভবিষ্যতে উত্তরণ একটি বাস্তবসম্মত লক্ষ্য হয়ে উঠবে।

বাংলাদেশের আবেদন বিবেচনা করছে জাতিসংঘ

সভায় ইউএনওএইচআরএলএলএসের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল রাবাব ফাতিমা বলেন, এলডিসি থেকে উত্তরণ প্রশ্নে বাংলাদেশের সময় বৃদ্ধির অনুরোধ জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসির এনহান্স মনিটরিং ম্যাকানিজমের আওতায় বিবেচনা করা হচ্ছে। কারিগরি পর্যালোচনা শেষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিষদ সুপারিশ করে। সেই সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশের এলডিসি থেকে উত্তরণের বিষয়ে সাধারণ পরিষদ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।

প্রস্তুতির রোডম্যাপ চান রপ্তানিকারক উদ্যোক্তারা

সভায় তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের দুই সংগঠন বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ সভাপতি উপস্থিত ছিলেন। জানতে চাইলে বিকেএমইএ সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম সমকালকে বলেন, জাতিসংঘের প্রতিবেদনে প্রকৃত বাস্তবতা উঠে এসেছে। ফলে উত্তরণ পেছানো হচ্ছে বলেই তারা ধরে নিচ্ছেন। সরকারের পক্ষ থেকে তিন বছরের সময় চাওয়া হয়েছে। তিন বছর সময় পাওয়া গেলে নতুন করে কীভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে সে ব্যাপারে তারা একটা রোডম্যাপ চেয়েছেন।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা

প্রথম আলো
06 APR 2026

এলডিসি উত্তরণে বাংলাদেশের প্রস্তুতিতে দুর্বলতা আছে

জাতিসংঘের প্রতিবেদনে মত

অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, বর্তমান পটভূমিতে বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উত্তরণের দিকে যাওয়ার সুযোগ নেই।

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে বের হওয়ার জন্য বাংলাদেশের প্রস্তুতিতে দুর্বলতা আছে। বর্তমান সামষ্টিক অর্থনৈতিক অস্থিরতা ও দুর্বল পারফরম্যান্সের প্রেক্ষাপটে এলডিসি উত্তরণ-পূর্ববর্তী ঝুঁকি নিয়েই বেশি আলোচনা হচ্ছে।

গতকাল রোববার রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলনকক্ষে অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীর সভাপতি এলডিসি উত্তরণ নিয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ইউএন-ওএইচআরএলএলএস বাংলাদেশের প্রস্তুতি নিয়ে পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। ওই প্রতিবেদনে প্রস্তুতির ঘাটতির কথা বলা হয়েছে।

ইউএন-ওএইচআরএলএলএস স্বল্পোন্নত দেশগুলো নিয়ে কাজ করে থাকে। বৈঠকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে র‍্যাপিডের চেয়ারম্যান আবদুর রাজ্জাক জাতিসংঘের ওই প্রতিবেদনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

প্রতিবেদনে বাংলাদেশের এলডিসি উত্তরণের প্রস্তুতির বিভিন্ন ঘাটতি ও ঝুঁকির কথা তুলে ধরা হয়। যেমন- কঠিন রাজনৈতিক পালাবদল এবং দীর্ঘ অর্থনৈতিক সংকট দেশের আর্থসামাজিক অর্জনকে ম্লান করছে, যা দেশের এলডিসি উত্তরণকে ঝুঁকিতে ফেলেছে। এলডিসি উত্তরণের পর যে বাণিজ্য ক্ষতি হবে, তা নিয়ে প্রস্তুতির ঘাটতি আছে। এ ছাড়া বর্তমান সামষ্টিক অর্থনৈতিক অস্থিরতা ও দুর্বল পারফরম্যান্সের প্রেক্ষাপটে এলডিসি উত্তরণ-পূর্ববর্তী ঝুঁকি নিয়েই বেশি আলোচনা হচ্ছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, বাস্তব অর্থে, এলডিসি উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আর্থিক প্রস্তুতি দুর্বল। এ ছাড়া এলডিসি নিয়ে মসৃণ উত্তরণ কৌশলের (এসটিএস) বাস্তবায়নও কম। জাতিসংঘের ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এলডিসি উত্তরণের সময়সীমা প্রস্তুতির অভাবে তিন বছর পিছিয়ে দেওয়ার আবেদন করা হয়েছে। এই মুহূর্তে উত্তরণের দিকে যাওয়ার সুযোগ নেই।

এলডিসি উত্তরণবিষয়ক সভা শেষে অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেন, বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের দিকে যাওয়ার সুযোগ নেই। বাংলাদেশের অর্থনীতির অবস্থা খুবই খারাপ। বর্তমান সরকার আগের সরকারের কাছ থেকে যে দুরবস্থায় অর্থনীতি পেয়েছে, তা কাটিয়ে উঠতে পারলে এলডিসি নিয়ে চিন্তাভাবনা করা হবে বলে জানান অর্থমন্ত্রী।

বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই গত ফেব্রুয়ারি মাসে এলডিসি উত্তরণ পেছাতে জাতিসংঘকে আনুষ্ঠানিক চিঠি দিয়েছে। এরপর অর্থমন্ত্রী আজ এ কথা বলেন।

এলডিসি কী, কীভাবে উত্তরণ

উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে যারা একটু পিছিয়ে আছে, তাদের স্বল্পোন্নত দেশের তালিকায় রাখে জাতিসংঘ। এসব দেশ যাতে এলডিসি থেকে উত্তরণ ঘটাতে পারে, সে জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে নানা ধরনের সাহায্য ও সহযোগিতা দেওয়া হয়।

এলডিসি থেকে কোন দেশ বের হবে, সে বিষয়ে সুপারিশ করে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের (ইকোসক) অধীন কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (সিডিপি)। তিন বছর পরপর এলডিসিভুক্ত দেশগুলোর ত্রিবার্ষিক মূল্যায়ন করা হয়। মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ এবং জলবায়ু ও অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা—এই তিন সূচকের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়, কোনো দেশ এলডিসি থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের যোগ্য কি না। এলডিসি থেকে উত্তরণের জন্য উল্লেখিত সূচকের যেকোনো দুটি সূচকে নির্ধারিত মানে উত্তীর্ণ হতে হয় অথবা মাথাপিছু আয় নির্ধারিত সীমার দ্বিগুণ হতে হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এসব মানদণ্ড অবশ্য পরিবর্তিত হয়।

বাংলাদেশ ২০১৮ ও ২০২১ সালের ত্রিবার্ষিক মূল্যায়নে তিনটি সূচকেই উত্তীর্ণ হয়। ২০২১ সালেই চূড়ান্তভাবে সুপারিশ করা হয়, ২০২৪ সালে বাংলাদেশ এলডিসি থেকে বের হবে। তবে করোনার কারণে প্রস্তুতির জন্য দুই বছর সময় বাড়ানো হয়। এ বছরের (২০২৬ সাল) নভেম্বরে এলডিসি থেকে উত্তরণের সময়সীমা ঠিক করা আছে বাংলাদেশের জন্য।

১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে জাতিসংঘের এলডিসি তালিকায় তালিকাভুক্ত হয়। এলডিসিভুক্ত থাকার সুবাদে পণ্য রপ্তানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধাসহ নানা সুযোগ পেয়ে এসেছে বাংলাদেশ।

কেন পেছাতে চায় বাংলাদেশ

এ বিষয়ে গতকাল অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেন, দেশের অর্থনীতির অস্থিরতা কাটানোর জন্য সরকার সংকট মোকাবিলা করে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করতে হচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের প্রভাব শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা বিশ্বে পড়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে উচ্চ মূল্যে জ্বালানি আমদানি করছে সরকার। ফলে বাংলাদেশের রিজার্ভে প্রভাব পড়ছে।

অর্থমন্ত্রী আরও বলেন, 'অর্থনৈতিক অস্থিরতা ছাড়াও দেশের অনেক ঋণ আছে। ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করা বড় সমস্যা। ভবিষ্যতে ঋণ ব্যয়ের বিষয়টি মাথায় রেখে আমাদের অর্থায়নের চিন্তা করতে হবে। নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন করে এবং দেশের সক্ষমতা তৈরির মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে, কখন এলডিসি উত্তরণের দিকে যাওয়া যাবে। জনগণের কাছে নির্বাচনী ইশতেহারের মাধ্যমে যে ওয়াদা করা হয়েছে, তা সময়মতো বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হবে। এই মুহূর্তে এলডিসি উত্তরণের দিকে যাওয়ার সুযোগ নেই।'

উত্তরণ পেছাতে চিঠি

বিএনপি সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পরদিনই স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের সময়সীমা তিন বছর পিছিয়ে দেওয়ার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদন করে। সরকারের পক্ষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সচিব শাহরিয়ার কাদের ছিদ্দিকী জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের (ইকোসক) অধীন কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসির (সিডিপি) চেয়ারম্যান হোসে আন্তোনিও ওকাম্পোর কাছে একটি চিঠি পাঠান।

চিঠিতে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করে এলডিসি উত্তরণ প্রস্তুতির সময় ২০২৯ সালের ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়ানোর অনুরোধ জানানো হয়। আগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বাংলাদেশের এলডিসি উত্তরণ সময় নির্ধারিত রয়েছে আগামী ২৪ নভেম্বর। চূড়ান্ত উত্তরণের আগে তৃতীয় পর্যালোচনার প্রক্রিয়া এখন চলমান।

The Daily Star

06 APR 2026

LDC GRADUATION

UN report flags serious gaps in readiness

US-Israel war on Iran hurting Bangladesh economy as risks mount over export loss

REFAYET ULLAH MIRDHA

Bangladesh's readiness for graduation from least developed country status in November this year has been undermined by domestic and international crises, a UN assessment warns, with the US-Israel war on Iran adding a new threat.

The report, released yesterday, underscores a series of shocks the country has faced between 2017 and 2026. These include continued exposure to climate vulnerability; the Rohingya crisis; a prolonged macroeconomic downturn predating the regime change; Covid-19 fallout; political transition; the Russia-Ukraine war; inflation; and balance of payments pressures.

An expert panel of the United Nations Office of the High

The Daily Star
06 APR 2026

Representative for Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States (UN-OHRLLS) has prepared the Graduation Readiness Assessment.

It finds that while Bangladesh meets all three criteria for graduation, significant risks persist, including the loss of trade preferences, fiscal and financial vulnerabilities, and fragile institutional coordination.

The report stresses the need for urgent reforms, stronger implementation capacity, adequate policy space, and a whole-of-society approach to ensure a smooth and sustainable transition.

Mohammad Abdur Razzaque and Daniel Gay, consultants to UN-OHRLLS, presented key findings at a consultation organised by the Economic Relations Division at the Planning Commission in Dhaka yesterday morning.

"The assessment report shows that the graduation readiness of Bangladesh is weak and has a lot of concerns and challenges," Razzaque told The Daily Star on the sidelines of the event attended by ministers, diplomats, economists, business leaders, and researchers.

"Transition away from reliance on international support measures (ISMs) deserves to be viewed as

with gas supply shortages worsened by the war.

"A reliable, affordable energy supply is prerequisite for offsetting preference erosion through productivity enhancement and export diversification," it added.

Bangladesh is scheduled to graduate on November 24 this year after meeting all three criteria -- per capita income, human asset index, and economic vulnerability index -- twice since 2018, under two triennial reviews by the UN Committee for Development Policy (UN CDP), which decides on LDC graduation. The country also received a two-year extension due to the Covid-19 pandemic.

Amid criticism from local businesses over potential export losses and economic vulnerabilities, the immediate past interim government had requested an independent UN assessment.

Subsequently, the BNP government applied to the UN CDP on February 23, seeking to defer graduation by three years to November 2029, citing economic fragility.

In response, UN-OHRLLS commissioned the assessment last year, drawing on consultations with government agencies, the private sector, civil society, development partners, and the UN system. The report examines Bangladesh's preparedness for the withdrawal of LDC

that economic growth slowed sharply from 7.1 percent in FY22 to 3.5 percent in FY25, dampening momentum just before graduation.

Meanwhile, poverty is on the rise with inflation outpacing wages and pushing millions into greater hardship and vulnerability.

Private investment weakened significantly, with capital machinery imports falling from $5.1 billion to $2.8 billion during 2019-2024.

The jobs crisis has deepened, with nearly 1.9 million jobs lost between 2023 and 2024, disproportionately affecting women.

Financial sector fragility remains acute, with non-performing loans in banks surging to 35 percent.

Fiscal space is extremely limited, with revenue at just 6.8 percent of GDP, while interest payments consume 36 percent of tax revenue, pushing the country's debt distress risk from low to moderate.

Exports have declined for eight consecutive months, with US tariffs and volatile global trade conditions worsening external pressures.

AREAS OF WEAKNESS

The report said that Bangladesh's preparedness for the loss of trade-related international support measures remains weak, with nearly 75 percent of

loss of World Trade Organisation policy flexibilities, particularly around export subsidies and Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights obligations, which will require stronger intellectual property protection and enforcement capacity.

Domestic readiness to offset preference erosion through lower logistics costs, improved compliance, energy reliability, and export diversification remains inadequate.

The report warns that amid ongoing macroeconomic turmoil, Bangladesh's vulnerabilities, including reliance on external support, a lack of diversification, and exposure to shocks, could become more pronounced.

Bangladesh's preparedness for post-LDC financing realities is poorly aligned with the scale of the challenge. While concessional finance will not end abruptly, terms are tightening and LDC-specific windows are shrinking.

Global Official Development Assistance is also under pressure, with Bangladesh graduating amid declining aid flows and tighter donor budgets.

Effective use of available finance is constrained by weak project management, poor revenue mobilisation,

unfolding amid political uncertainty and a prolonged economic crisis, placing decades of progress under strain, the report said.

The UN has repeatedly emphasised, including under the Doha Programme of Action, that graduation should not disrupt development, making a smooth transition essential.

In this sense, Bangladesh represents a critical test case for ensuring that graduation translates into sustainable progress, the report said.

STAKEHOLDERS' CONCERNS

Consultations with 20 government agencies, industry bodies, civil society, and development partners during the preparation of the assessment report reveal persistent concerns.

Stakeholders emphasised the need to shift towards productivity-driven competitiveness, strengthen macroeconomic stability, and improve institutional coordination.

Economists estimate potential export losses of 5.5–15 percent due to the erosion of duty-free access, alongside higher costs for non-generic drugs due to TRIPS obligations.

They also highlighted fiscal and financial weaknesses, including a low tax-to-GDP ratio, high non-performing loans,

the macroeconomy, reforming the banking sector, ensuring energy reliability, improving logistics, enhancing sectoral preparedness, strengthening employment and social protection, expanding fiscal space, and deepening engagement with the UN system.

With political upheaval, economic stress, and implementation gaps converging, the February 2026 CDP review represents the final structured opportunity to reconsider the graduation timeline.

Sustained progress, the report concludes, will depend on structural reforms, from export diversification and energy transition to governance and logistics, in order to shift from preference dependent growth to productivity-driven competitiveness.

POLICYMAKERS' VIEWS

Finance Minister Amir Khosru Mahmud Chowdhury said Bangladesh has no scope to move toward LDC graduation in the current context, citing severe economic distress inherited from the previous government.

"The government is firefighting to stabilise the economy. The Middle East war has raised fuel import costs, causing our reserves to bleed," he added, briefing reporters at the National Multistakeholder

findings at a consultation organised by the Economic Relations Division at the Planning Commission in Dhaka yesterday morning.

"The assessment report shows that the graduation readiness of Bangladesh is weak and has a lot of concerns and challenges," Razzaque told The Daily Star on the sidelines of the event attended by ministers, diplomats, economists, business leaders, and researchers.

"Transition away from reliance on international support measures (ISMs) deserves to be viewed as a complex and carefully managed adjustment, requiring sustained policy attention and international support, institutional capacity, and risk mitigation to ensure that development gains are preserved and further consolidated in the post-graduation period. Smooth transition is key," the report said.

It added that a difficult political transition and prolonged macroeconomic crisis have dented socio-economic gains, intensifying Bangladesh's LDC transition risks.

Citing economists and other stakeholders consulted for the assessment, the report said rising import costs for fossil fuels create severe operational constraints

an independent UN assessment.

Subsequently, the BNP government applied to the UN CDP on February 23, seeking to defer graduation by three years to November 2029, citing economic fragility.

In response, UN-OHRLLS commissioned the assessment last year, drawing on consultations with government agencies, the private sector, civil society, development partners, and the UN system. The report examines Bangladesh's preparedness for the withdrawal of LDC-specific support measures, emerging vulnerabilities, and institutional readiness to sustain development gains.

Under-Secretary-General and High Representative of UN-OHRLLS Rabab Fatima said Bangladesh's request for a three-year deferral is under consideration by the crisis response process of CDP's Enhanced Monitoring Mechanism.

She added that once the technical review is complete, the CDP will submit recommendations to the UN Economic and Social Council, which will form the basis for a General Assembly decision.

MAJOR ECONOMIC LOOPHOLES

Speaking about transition risks, the report mentioned

6.8 percent of GDP, while interest payments consume 36 percent of tax revenue, pushing the country's debt distress risk from low to moderate.

Exports have declined for eight consecutive months, with US tariffs and volatile global trade conditions worsening external pressures.

AREAS OF WEAKNESS

The report said that Bangladesh's preparedness for the loss of trade-related international support measures remains weak, with nearly 75 percent of exports dependent on LDC-specific duty-free access.

A recent UNCTAD report estimates Bangladesh could lose over $17.5 billion in annual exports after graduation.

Only limited mechanisms, such as the UK's Developing Countries Trading Scheme and a free trade agreement with Japan, have been secured.

Preparedness for the EU market, the largest destination, remains the weakest link. Inadequate preparation for the post-LDC phase, with no preferential EU market access for apparel, comes just as the recently concluded EU-India and EU-Vietnam FTAs are set to intensify competitive pressure.

Bangladesh is also unprepared for the

Bangladesh's preparedness for post-LDC financing realities is poorly aligned with the scale of the challenge. While concessional finance will not end abruptly, terms are tightening and LDC-specific windows are shrinking.

Global Official Development Assistance is also under pressure, with Bangladesh graduating amid declining aid flows and tighter donor budgets.

Effective use of available finance is constrained by weak project management, poor revenue mobilisation, rising debt servicing, and limited fiscal space. Coordination gaps and delayed preparation have hindered strategic use of transition-related financing opportunities.

Implementation of the Smooth Transition Strategy (STS) has also been slow and uneven, with limited private sector engagement, weak inter-ministerial coordination, and unclear financing frameworks.

Although Bangladesh meets all graduation criteria, the central challenge lies in managing the transition and sustaining development gains.

As the largest LDC and the biggest beneficiary of international support measures, Bangladesh faces a uniquely complex transition. The process is

persistent concerns.

Stakeholders emphasised the need to shift towards productivity-driven competitiveness, strengthen macroeconomic stability, and improve institutional coordination.

Economists estimate potential export losses of 5.5–15 percent due to the erosion of duty-free access, alongside higher costs for non-generic drugs due to TRIPS obligations.

They also highlighted fiscal and financial weaknesses, including a low tax-to-GDP ratio, high non-performing loans, currency depreciation, declining domestic savings, and falling foreign direct investment.

Logistics inefficiencies costing around 16 percent of GDP, more than double the global average, continue to erode export competitiveness.

Priority areas identified include bilateral and regional trade agreements, tax reform, export diversification, institutional strengthening, and energy sector reforms, particularly in renewables.

RECOMMENDATIONS

Meeting graduation thresholds alone does not ensure readiness for a smooth transition, the report cautions.

It said Bangladesh must urgently focus on nine priority areas: securing EU market access, stabilising

competitiveness.

POLICYMAKERS' VIEWS

Finance Minister Amir Khosru Mahmud Chowdhury said Bangladesh has no scope to move toward LDC graduation in the current context, citing severe economic distress inherited from the previous government.

"The government is firefighting to stabilise the economy. The Middle East war has raised fuel import costs, causing our reserves to bleed," he added, briefing reporters at the National Multistakeholder Consultation on Bangladesh's Graduation Readiness Assessment at the NEC conference room.

He further said, "Debt repayment is a major challenge. Only after capacity building and fulfilling our election pledges can we decide when to pursue LDC graduation."

Commerce Minister Khandakar Abdul Muktadir also stressed the importance of prudent debt management and expanding the tax base to restore momentum.

Rashed Al Mahmud Titumir, PM's adviser on finance and planning, said structural transformation, diversification, competitiveness, and productivity gains are essential to achieve the vision of a "Trillion Dollar Economy" by 2034.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Daily Star
06 APR 2026

RMG tax breaks may be phased out: NBR chief

STAR BUSINESS REPORT

The current reduced corporate tax rates of 10 to 12 percent for the ready-made garment (RMG) sector may not last much longer, said National Board of Revenue (NBR) Chairman Md Abdur Rahman Khan.

Speaking at a pre-budget meeting with stakeholders at the NBR headquarters in Agargaon yesterday, Khan signalled a gradual return to the standard corporate tax rate of about 27.5 percent.

Export-oriented knitwear and woven garment manufacturers, along with green-certified factories, currently enjoy lower corporate tax rates of 10 percent and 12 percent, respectively. These incentives are designed to boost exports and encourage sustainable industrial practices.

However, Khan said these incentives are temporary and could be removed as part of wider tax reforms to ensure fairness.

"Such reduced rates won't last long," he said during a discussion at the meeting with the Women Entrepreneurs Network for Development Association (WEND) on corporate tax incentives for women-led businesses.

He added that exporters already enjoy a 50 percent income tax exemption on export earnings, which greatly lowers their actual tax burden. For example, with the standard corporate tax rate at 27.5 percent, the exemption reduces the effective rate to about 12 percent.

Nadia Binte Amin, president of WEND, suggested equalising corporate tax rates and reducing the 1 percent tax deducted at source (TDS) on export earnings for fully women-owned businesses.

She also proposed a 10 percent tax rebate for companies investing in research and development, innovation, training and sustainable development.

AMCHAM PROPOSALS AHEAD OF BUDGET

The American Chamber of Commerce in Bangladesh (AmCham) shared its budget recommendations at the meeting. They proposed rationalising the current 1 percent minimum tax on annual turnover.

Khan responded that there is pressure to increase, not reduce, the minimum tax.

AmCham also suggested maintaining a level playing field in the banking sector by applying a uniform 37.5 percent tax rate to both foreign and local commercial banks.

Additionally, they recommended lower tax rates for Offshore Banking Units (OBUs), similar to other Asia-Pacific countries, where rates range from 0 to 20 percent.

"These measures would attract more foreign direct investment, improve exporters' competitiveness, and increase overall investment and revenue," said AmCham President Syed Ershad Ahmed.

Other proposals included reducing the supplementary duty on carbonated and sweetened beverages from 30 percent to 15 percent, simplifying procedures under Double Taxation Avoidance Agreements (DTAA), speeding up certification processes, introducing a standard foreign currency conversion method in line with international practices, and rationalising withholding tax rates.

AmCham also highlighted the need to promote digital financial inclusion and support sustainable industries. Their recommendations included lowering duties on smart cards and POS machines, offering incentives for digital payments, rationalising minimum tax rates, and creating a fully digital, time-bound tax refund system.

The meeting was attended by representatives from several business chambers, including EuroCham Bangladesh, Bangladesh-China Chamber of Commerce and Industries, and India-Bangladesh Chamber of Commerce and Industry, who shared their proposals ahead of the 2026-27 fiscal year budget.

The Business Standard
06 APR 2026

Bangladesh not fully prepared for post-LDC smooth transition: Assessment report

An extension or postponement of graduation for around three years would allow time to strengthen key economic fundamentals.

AMIR KHOSRU MAHMUD CHOWDHURY
FINANCE MINISTER

ECONOMY - BANGLADESH

TBS REPORT

With readiness gaps remaining, 2026 graduation could disrupt development gains, report finds

As Bangladesh moves towards its scheduled graduation from Least Developed Country (LDC) status on 24 November 2026, a new assessment highlights significant risks and structural vulnerabilities that could undermine a smooth transition.

While Bangladesh meets the graduation criteria, it is not fully prepared for a sustainable post-LDC phase due to long-standing issues such as loss of trade preferences, macroeconomic pressures, fiscal and financial vulnerabilities, and institutional and implementation weaknesses, the UN-sponsored assessment finds.

With significant readiness gaps remaining, the 2026 graduation could disrupt development gains, making the coming months crucial for policy action and decision-making, concludes the Bangladesh Graduation Readiness Assessment, conducted by the UN Office of the High Representative for LDCs.

SEE PAGE 2 COL 1

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Business Standard
06 APR 2026

The report was discussed at a stakeholders' meeting yesterday at the National Economic Council auditorium in Sher-e-Banglanagar, attended by ministers, trade diplomats, and representatives from the private sector and international agencies.

Speaking as chief guest, Finance and Planning Minister Amir Khosru Mahmud Chowdhury said the country is not yet fully prepared to achieve this goal. Key challenges include pressures from foreign and domestic debt, the high cost of borrowing, and weaknesses in overall financial management.

The minister added that the current global energy crisis and disruptions in international supply chains could place further strain on Bangladesh's economy. "The impact will extend beyond the energy sector, affecting markets for food and other goods and driving up inflation, which is already a global concern."

He further said that while fuel prices have surged worldwide, Bangladesh has so far kept them relatively under control, though the government cannot maintain this indefinitely.

"Being an elected government, we are trying to avoid placing sudden extra burdens on the people. Yet if financial pressures continue and government resources are drained, the ultimate cost will fall on citizens. Economic decisions must therefore be taken with extreme caution, balancing public welfare with long-term stability of the economy," he added.

Months before the Middle East conflict, Bangladesh formally requested a three-year extension of its preparatory period to November 2029 under the Enhanced Monitoring Mechanism.

It also sought an independent Graduation Readiness Assessment from the UN Office of the High Representative for LDCs, Landlocked Developing Countries, and Small Island Developing States, which commissioned the report.

'Past five years consumed by crisis management'

Economists Daniel Gay and MA Razzaque presented the report's key findings, highlighting the external and domestic crises Bangladesh faced during the five-year preparatory period from 2021.

These included the Rohingya refugee crisis, the Covid-19 pandemic, the Russia-Ukraine war, the July 2024 political transition, inflation, fiscal stress, falling investment, and rising debt.

Rather than a period of strategic preparation, the report notes, the past five years were dominated by crisis management, economic stabilisation, and political survival. It adds that the Middle East crisis has further disrupted supply chains, caused energy price volatility, and raised risks in remittance inflows.

The assessment identifies six critical vulnerabilities. Chief among them is potential loss of preferential access to the European Union market, which accounts for 44% of Bangladesh's exports.

Under the GSP+ scheme beyond 2029, apparel exports could face 12% tariffs, compared with zero-duty access now, leaving Bangladesh at a disadvantage versus competitors like Vietnam and India.

The report also flags a deepening banking sector crisis, with NPLs reaching 35% of total credit by September 2025, weakening the financial sector's ability to support investment.

Fiscal pressures are mounting, with government revenue at just 6.8% of GDP and debt servicing consuming about 31% of revenue. The IMF and World Bank have already classified Bangladesh's debt distress risk as "moderate," the report mentions.

Structural competitiveness challenges persist, including logistics costs around 16% of GDP, port congestion, customs inefficiencies, and energy shortages that raise production costs. Implementation capacity remains weak, with slow progress on the government's transition strategy due to limited coordination and administrative strain.

Social pressures are rising as well. Inflation has pushed an estimated 90 lakh people into poverty, raising the poverty rate to over 21.2% in 2025 from 18.7% in 2022. Employment fell by 19 lakh between 2023 and 2024, disproportionately affecting women and highlighting a fragile labour market.

Given these challenges, the UN Committee for Development Policy allows for possible deferral under exceptional circumstances, citing General Assembly resolution 67/221 (2012), which stresses that graduation "should not disrupt the development progress achieved" by a country.

Govt waiting for UN CDP's response

Earlier, the government formally requested a three-year extension, signalling that while Bangladesh meets the formal criteria for graduation, the challenge lies in managing the transition.

According to the Economic Relations Division (ERD), a clear process governs any decision on postponing graduation. First, the UN Committee for Development Policy (CDP) evaluates whether an extension is warranted. If so, the CDP submits its recommendation to the UN Economic and Social Council (ECOSOC). After review and approval by ECOSOC, the matter goes to the UN General Assembly for final endorsement.

ERD sources said the CDP has not yet issued a final assessment. While it was initially expected in March, the report has now been delayed to May. A key ECOSOC meeting on 10-11 June may discuss Bangladesh's request, where preliminary decisions or recommendations could emerge.

UN Under-Secretary-General and High Representative for LDCs Rabab Fatima said the request is under CDP review. "Once the technical assessment is complete, CDP will submit recommendations to ECOSOC, which will form the basis for a UN General Assembly decision."

ERD Secretary Shahriar Kader Siddiky said the extension request does not indicate a change in graduation ambition, but is a strategic measure to ensure a smooth, sustainable, and irreversible transition.

Govt 'firefighting' to manage daily crises: Khosru

Endorsing the identified vulnerabilities, Minister Amir Khosru said Bangladesh is currently navigating a complex economic situation, where the government is largely "firefighting" to manage daily crises.

He added that the government inherited ān economy where all key macroeconomic indicators were in decline. "We are simply fighting to salvage the economy," he said.

The government views capacity building as the most critical factor for navigating this crisis, he said, claiming the policies outlined in the BNP manifesto have been explicitly aligned with this approach.

"If these policies are implemented effectively and on schedule, the economy can gradually be strengthened on a solid foundation, making it possible to prepare for LDC graduation," said the minister.

He also said that an extension or postponement of graduation – around three years – would allow time to strengthen key economic fundamentals.

"If necessary reforms, capacity building, and economic stabilisation can be achieved during this time, graduation will become a realistic and sustainable goal.

Commerce Minister Khandakar Abdul Muktadir highlighted prudent debt management and expanding the tax base as essential to regaining economic momentum.

Rashed Al Mahmud Titumir, finance and planning adviser to the prime minister, added that structural transformation, economic diversification, and productivity enhancement are crucial to achieving a "Trillion Dollar Economy" by 2034.

State Minister for Planning Zonayed Abdur Rahim Saki said the government will prioritise medium- and long-term development plans that explicitly address the challenges of LDC graduation.